ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১১৮৯

আগরতলা, ১৪ জুন, ২০২৫

ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান প্রকল্পে রাজ্যের ৩৯২টি গ্রামে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে ঃ জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা

ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান প্রকল্পে রাজ্যের ৩৯২টি গ্রামে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। ২০টি বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান রাজ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। আজ গোর্খাবস্তিস্থিত জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিস দাস এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জনজাতি গৌরববর্ষ উদযাপনের প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যে আগামীকাল থেকে রাজ্যব্যাপী একটি সচেতনতা এবং সুবিধা সম্পৃক্ততা অভিযান শুরু করতে চলেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ধরতি আবা জনভাগিদারি অভিযান। এই অভিযান চলবে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত। তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ২০২৫ সালের ২ অক্টোবরের মধ্যে আধার, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী জনধন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি ইত্যাদি সমস্ত ব্যক্তিগত সুবিধাভোগী প্রকল্পের ১০০ শতাংশ সুবিধা সুনিশ্চিত করা। তিনি জানান, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে এই প্রকল্পে ৫ বছরের জন্য ৮০.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ২০টি নতুন ছাত্রাবাস, ২টি মাল্টিপারপাস মার্কেটিং সেন্টার, ১৬টি ছাত্রাবাস সংস্কার, ৯টি বনাধিকার সেল স্থাপন করা হবে। এছাড়া ২৮ হেক্টর জলাশয়ে মাছ উৎপাদন করা হবে। এজন্য ব্যয় হবে ১.১২ কোটি টাকা।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২৪ সালে ধরতি আবা জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানের সূচনা করেন। এই প্রকল্পটি দেশের জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির উন্নয়নে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এরফলে দেশের ৫ কোটিরও বেশি জনজাতি অংশের মানুষ উপকৃত হবেন। এই প্রকল্প সম্পর্কে মানুষকে আরও বেশি সচেতন করতে ত্রিপুরায় ১৫ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ধরতি আবা জনভাগিদারি অভিযান চলবে। তিনি এই সময়ের মধ্যে জনজাতি এলাকায় বসবাসকারী সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই অভিযানের সুবিধা গ্রহণ করার আহ্বান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা শ্বাশত সেন এবং সিনিয়র রিসার্চ অফিসার সুকান্ত পালও উপস্থিত ছিলেন।

******